

হলমার্ক জালিয়াতি, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাতের ভবিষ্যৎ

-মামুন রশীদ

দেশের ব্যাংক খাতে হলমার্কের দুই হাজার ৭০০ কোটি টাকা জালিয়াতির ঘটনায় অনেকেই আমার কাছে কিছু বিষয় জানতে চেয়েছিলেন- ১. কিভাবে হলমার্ক জালিয়াতি ঘটল বা হলমার্ককে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল বা ত্রুটি কী ছিল? ২. দেশের ব্যাংক খাতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই জালিয়াতির জন্য কে বা কারা দায়ী? এবং ৩. ভবিষ্যতে ব্যাংক খাতে এ ধরনের বিস্ময়কর কেলেঙ্কারি বা জালিয়াতি এড়াতে আমাদের করণীয়টা কী হতে পারে?

আড়াই দশকের বেশী সময় ধরে ব্যাংক খাতে একজন নির্বাহী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন দেশে করপোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থাপনা, করপোরেট ঝুঁকি বিশ্লেষণ, পোর্টফলিও রিভিউ বা পত্রকোষ পর্যালোচনা, অডিট বা নিরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ও হলমার্ক জালিয়াতি নিয়ে সাম্প্রতিককালে দেশের গণমাধ্যমের নানা খবরা-খবর, সামাজিক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির নিরিখে আমি এখানে কিছু সোজাসাপ্টা কথা বলতে চাই।

আমি মনে করি যে হলমার্ক জালিয়াতির নেপথ্যে সবচেয়ে বড় কারণগুলো হচ্ছে- ১. যে উপায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে আমরা ইনল্যান্ড বিল পারচেজ বা অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয় ও লোকাল বিল ডিসকাউন্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি এবং এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করি তাতে গলদ আছে, ২. বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা যে উপায়ে ব্যাংকের দায় স্বীকৃতিপত্র বা একসেপটেন্স ও 'ব্যাংক ঝুঁকি' বিবেচনায় নেই না বা তদারকি করি না, ৩. রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে করপোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও অনুমোদন করার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্বলতা রয়েছে, ৪. ব্যাংকের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বড় বড় গ্রাহকদের সামলাতে ও তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছে, ৫. ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে অধিকাংশ পরিচালকের অজ্ঞতা ও এর ওপর নিবিড় নজরদারি নেই, ৬. নিয়মিত নিরীক্ষার অভাব, ৭. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও কমপ্লায়েন্স বা পরিপালনীয় শর্তাবলী পালনে ঘাটতি, ৮. সঠিক উপায়ে তথ্য-উপাত্ত(এমআইএস) পাওয়া বা ব্যবস্থাপনা না করা ৯. ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রক সংস্থার যথাযথ তত্ত্বাবধান না থাকা ১০. ব্যবসা বানিজ্যের নানামুখী বিকাশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নতুন নিয়মাবলী বা নীতিমালা প্রনয়ণের সীমাবদ্ধতা ১১. ব্যাংকের কর্মীদের মধ্যে জালিয়াতির প্রবণতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া এবং ১২. ট্রানজেকশন প্রসেসিং বা লেনদেন প্রক্রিয়া সুচারুভাবে সম্পাদন, নিরাপত্তা ও জামানত পর্যালোচনা, লেনদেন সংক্রান্ত রিপোর্টিং এবং পরিচালনার ব্যাপারে সঠিক কোনো গাইডলাইন বা দিকনির্দেশনার অনুপস্থিতি।

যেকোনো সংবাদপত্র পাঠক কিংবা টিভি দর্শক এখন বলতে পারেন যে রাজনৈতিক প্রভুদের বা পরিচালনা পর্ষদের চাপ কিংবা পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তথা নির্বাহীদের পারস্পরিক যোগসাজশ অথবা গ্রাহকের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপকদের অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে তত্ত্বাবধানের অভাব, শাখা ব্যবস্থাপকের দুর্নীতি বা ক্ষমতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রয়োগ, পরিচালনা পর্ষদের অনভিজ্ঞতা বা নজরদারির অভাব, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থমন্ত্রণালয়ের মধ্যে টানা পোড়েন এবং সুশাসন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি থাকার কারণেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকে এত বড় আর্থিক জালিয়াতি সংঘটিত হয়েছে এবং এর হোতারা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য কিছু একটা করার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক যেন অনেকটাই অনিচ্ছুক বা অক্ষম। তাঁরা মনে করেন অর্থমন্ত্রণালয়ই যেহেতু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কার্যক্রমের ওপর নজর রাখার দায়িত্বে সেহেতু তাদের ওপরই এই দায়ভার বর্তায়।

হলমার্ক জালিয়াতি প্রকাশ পাওয়ার পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কয়েকজন সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলোর বেশ কিছুর সঙ্গে আমি একমত নই। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকও সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের জন্য আচমকা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেটিও আমি সমর্থন করি না। আমি মনে করি যে সোনালী ব্যাংককে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় না হলেও একটি অত্যন্ত বড় অংকের ঋণজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করাটাই হলো এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে আমি ব্যাংক খাতে আমার দুই দশকেরও বেশী সময়ের 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা'র অভিজ্ঞতার আলোকে চারটি পরামর্শ দিতে চাই। ১. বিদ্যমান নিরাপত্তা ও জামানত ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা উচিত। ২. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত হিসেবে গ্রাহকের কাছ থেকে জমি বন্ধক রাখা ও গ্রাহকের অন্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে থাকা স্থায়ী আমানত বা প্রায় নগদ আমানতের উপর আইনগত দাবির অধিকার বা লিয়েন নেওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকের নিরাপত্তা ও জামানত অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ৩. গ্রাহকের সঙ্গে নতুন রিপেমেন্ট এগ্রিমেন্ট বা দেনা পরিশোধের বিষয়ে এমন চুক্তি করা, যার আওতায় সব কিছুই থাকবে এবং ৪. সংশ্লিষ্ট গ্রাহক যথাযথ ভাবে তার ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করে কিনা সেটি নিশ্চিত হতে হবে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন, জালিয়াতিতে জড়িত সবার বিরুদ্ধে এখনই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ আমার বিবেচনায় কিছুটা পরে আসবে। আমার মনে হয়, এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অধিকাংশই 'মাথা খাটানো'র চেয়ে 'হৃদয়ের আবেগ দিয়েই' যেনো বেশী কথা বলছেন।

হলমার্ক জালিয়াতি নিয়ে গণমাধ্যমে অনেক মাতামাতি হয়েছে, যা এখনো কমবেশি চলছে। আমরা তালগোল পাকিয়ে ফেললে বা অনিয়ম-দুর্নীতি করলে সেই সম্পর্কে গণমাধ্যম রিপোর্ট করবে না কেনো? কয়েকজন রিপোর্টার তো ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, আইন ইত্যাদির ছাত্র না হয়েও এ বিষয়ে বেশ ভালো রিপোর্ট করেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক বা নজরদারি প্রতিষ্ঠান 'মিডিয়া ট্রায়াল' বা 'গণমাধ্যমের বিচার' এড়ানোর কৌশল গ্রহণ করে বিষয়টিকে পক্ষপাতমুক্ত রাখতে পারত। কিন্তু দুঃখজনক হলো, নিয়ন্ত্রক সংস্থার

কর্তব্যক্তিটি যেদিন সোনালী ব্যাংকের অডিট রিপোর্ট বা নিরীক্ষা প্রতিবেদন হাতে পেলেন সেদিনই তা গণমাধ্যমের কাছেও পৌঁছে গেলো। সম্ভবত ‘ওই ব্যক্তি’ বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি তাদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সততা ও ভাবমূর্তি রক্ষা করার উদগ্রহ বাসনায় এই পথ বেছে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে কিছুটা স্পর্শকাতর হলেও আমি তাঁদের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই- ১. ইতিপূর্বে বহুল আলোচিত ‘ওমপ্রকাশ আগরওয়াল’- জালিয়াতি ঘটনার বহু বছর পরেও কেনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা ‘ইনল্যান্ড বিল পারচেজ’ বা ‘বিল ডিসকাউন্টিং’-এর বিষয়ে কোনো গাইডলাইন বা দিকনির্দেশনা তৈরি করল না বা করতে পারল না? ২. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো অর্থমন্ত্রণালয়ের মালিকানা/নির্দেশনায় পরিচালিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেনো ব্যাংক খাতের ওপর তদারকি ও তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত ছিল? ৩. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর শীর্ষ পদগুলোতে যখন লোক নিয়োগ দেওয়া হয় তখন নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে কোনোরকম বক্তব্য বা মন্তব্য করতে বা সম্পৃক্ত হতে আমরা দেখি না কেনো?

একইভাবে আমি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কয়েকজন সাবেক সিনিয়র বা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার অভিমতের সঙ্গে একমত পোষণ করি তাতেও কিছু পরামর্শ দেওয়া যায়। যেমন- ১. বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে একটি একক কমিটি বা পর্ষদ গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি বা পর্ষদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বা উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) থেকে তাদের জেনারেল ম্যানেজার বা মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে লোক নির্বাচন, পদোন্নতি প্রদান ও আন্তঃ ব্যাংকে রদবদল বা বদলির কাজ সম্পন্ন করবে, ২. মালিকানা যার হাতেই থাকুক ব্যাংক খাতের ওপর সার্বিক নজরদারি ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম পরিচালনার সমুদয় দায়িত্ব পালনের দায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত, ৩. অর্থমন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট বা উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনায় লোক নিয়োগের দায়িত্ব পালন করবে, ৪. দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণ করতে হবে, ৫. অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করা উচিত। এক্ষেত্রে আমি আরও কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- ১. কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের মেয়াদ বাড়ালেই ব্যাংক খাতের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে না। বরং ব্যাংক খাতের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থার শীর্ষ পর্যায়ে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় দক্ষতা ও যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি এর পরিচালনা পর্ষদকেও সুনির্দিষ্ট টার্মস অব রেফারেন্সের আওতায় জবাবদিহিতার মধ্যে রাখাটা নিশ্চিত করতে হবে, ২. রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে শুধুমাত্র ৫০ শতাংশই নয়, বরং ১০০ শতাংশই পেশাদার লোক নিযুক্ত করা উচিত, যাঁদের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষ করে ব্যাংক খাতের কার্যক্রম, দায়-দায়িত্ব ও ভালো-মন্দ সম্পর্কে স্বচ্ছ ও বিস্তারিত ধারণা আছে।

আমরা আরও মনে করি, শুধুমাত্র ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় কিংবা এমনকি পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তন ঘটালেই তাতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য সাধন হবে না, আবারও বলছি সাধন হবে না। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত কিছু পরিবর্তন আনয়ণ জরুরি হয়ে পড়েছে- ১. যেভাবে আমরা ব্যাংক খাতে ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি ও পরিচালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজ করি। ২. যেভাবে আমরা ‘ভালো কাজের জন্য’ পুরস্কার ও ‘মন্দ কাজের জন্য’ শাস্তি দেই। ৩. যেভাবে আমরা ‘লার্জ এক্সপোজার’ বা বৃহৎ ঋণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের কাজ করি এবং ৪. যেভাবে আমরা ‘ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম’ (এমআইএস) বা তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন বা ব্যাংকের অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করি, এসব কিছুতে পরিবর্তন আনতে হবে।

অনেকেই মনে করছেন, দেশের ব্যাংক খাতে হলামার্কেটের মতো আরো অনেক ঘটনা লুকিয়ে আছে, এমনকি এ ধরনের আরো ঘটনা সংঘটনের প্রক্রিয়া চলছে যেগুলো এখনো প্রকাশ পায়নি। তাই আমাদের ব্যাংক খাতে ‘সংস্কার সাধন’ ও ‘পুনর্গঠন’ জরুরি হয়ে পড়েছে। সাধারণ ধারণার বাইরে গিয়ে এক্ষেত্রে অনেক দিন ধরে আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের অন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো পুনঃ মূলধনায়ন করে বেসরকারিখাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাছাড়াও ব্যাংকগুলোতে যেমন একক গ্রাহক বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে ঋণ সম্প্রসারণের লিমিট বা সীমা ব্যাংকের নিজস্ব মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, একই ভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তব্য ঋণের সার্বিক সীমাও তাদের মূলধনের সাথে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। ব্যাংক খাতে সুশাসন বা কার্যকরী নিয়ন্ত্রনের বিষয়টি যেহেতু এখন একটি বহুল আলোচিত বিষয়, সেহেতু আমরা আর্থিক খাতে নিত্য নতুন ঝুঁকির উদ্ভব এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার নজরদারির সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে একটি নতুন নজরদারি সংস্থা বা সুপারভিশন এজেন্সি প্রতিষ্ঠার কথাও ভাবতে পারি।

এ ব্যাপারে আমাদের উন্নয়ন অংশীদাররাও অতীতে সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বা সহায়তা করেছে। আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করলে তারা ভবিষ্যতেও একইভাবে সহযোগিতা করবে বলে আমি মনে করি। দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত বিনির্মাণে আমাদের ব্যাংক খাতকে দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে হবে। আমাদের শুধু কাগজপত্রে ভালো কিছু গাইডলাইন থাকলেই চলবে না, সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নও করতে হবে।

মামুন রশীদ: ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক ও অর্থনীতি বিশ্লেষক।